যায়যায়দিন

তারিখ 12 APR 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রলীগ : বেকায়দায় শাবি প্রশাসন

শাবি সংবাদদাতা

নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) ছাত্রলীগ। কেন্দ্রীয় এবং প্রশাসনের নির্দেশ না মেনে বেপরোয়া হয়ে ওঠছে তারা। বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। শাবিতে ছাত্রলীগই যেন এখন ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ। অন্যদিকে ক্যাম্পাসে একক আধিপত্য বিস্তারে ছাড় দিতে রাজি নয় ইসলামী ছাত্রশিবির। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তারা ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং নেতাকর্মীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সুযোগ নিয়ে ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় যে কোনো সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে এমন আশঙ্কায় প্রশাসনের সহযোগিতায় শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এ সময় বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ।

সুযোগ নিচ্ছে ছাত্রশিবির

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, ছাত্রশিবিরের নিয়ন্ত্রণে থাকা শাহপরান হলের ২০৮ নাম্বার রুম থেকে একটি পটকা, জেহাদি বই, লিফলেট এবং ভিডিও সিডি উদ্ধার করে রুমটি সিলগালা করে পুলিশ। তবে এ সময় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। অভিযোগ উঠেছে, তল্লাশির সময় কয়েক জামায়াতপন্থী শিক্ষক প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন। তারা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া হলে প্রবেশ করেন বলে জানা যায়।

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই সংঘর্ষে লিপ্ত হয় দলের নেতাকর্মীরা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো শাবিতেও ছাত্রলীগের কোন্দল চরম হওয়ায় বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে। ২৫ জানুয়ারি ছাত্রলীগের রাজু সমর্থিত গ্রুপের হামলায় আরিফ-মলয় গ্রুপের দুই ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। এ ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে চার নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হলেও থামানো যাচ্ছে না শাবি ছাত্রলীগকে। ২৮ জানুয়ারি দলীয় নির্দেশ অমান্য করে দুটি ছাত্র হলের নিয়ন্ত্রণে নেয় ছাত্রলীগের রাজু গ্রুপ, আসাদ গ্রুপ এবং আতিক-সুমন গ্রুপ। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগ সহাবস্থানে যেতে না চাইলেও শাবিতে প্রথম এ ঘটনা ঘটে।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সাতটি গ্রুপ রয়েছে। কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় চেইন অফ কমান্ড ভেঙে পড়েছে। কেউ কারো কথা মানছে না। নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। ৩১ মার্চ ছাত্রলীগের রাজু-আসাদ গ্রুপের ১৫-২০ কর্মী আরিফ-মলয় গ্রুপের ছাত্রলীগ নেতা ফজলে রাব্বীকে মারধর করে। ৫ এপ্রিল আরিফ-মলয় গ্রুপ বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে ছাত্রলীগের বিবাদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ১০ এপ্রিল ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের রাজু এবং আসাদ গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। রাতে ছাত্রলীগের নাইম-মঞ্জু ও সৌমিত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, হলে তল্লাশির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতপন্থী শিক্ষক মো. সাইফুল ইসলাম, ফয়জুল ইসলাম এবং শাহবুল হক শাবু প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া হলে প্রবেশ করেন। শিবির নেতাকর্মীদের রক্ষা করতে তারা হলে এসেছেন বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

এদিকে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ড. ইলিয়াসউদ্দিন বিশ্বাস। তিনি আরো জানান, হলে অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারে এজন্য তল্লাশি চালানো হয়েছে।